ইউনিট ৮

সমাজকর্মের পদ্ধতি সমূহ

পাঠ-১ ঃ সমাজকর্মের পদ্ধতি সমূহ

ভূমিকা

আধুনিকযুগে সমাজকর্ম একটি সুপরিকল্পিত, সুশৃঙ্খল ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি। সমাজকর্ম অনুশীলনের ক্ষেত্রে বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা থেকে অর্জিত জ্ঞান বাস্তব ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয়। সমাজকর্মের মূলভিত্তি হচ্ছে বিজ্ঞান ও কলা ভিত্তিক জ্ঞান, মানব হিতৈষী দর্শন, মানবিক সম্পর্ক, পেশাধারি মূল্যবোধ ও দক্ষতা। সমস্যাগ্রস্ত ব্যক্তির সমস্যা সমাধানে সমাজকর্মীকে ব্যক্তি, দল ও সমষ্টির বিভিন্ন সমস্যা ও প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে সমাজকর্ম সম্পাদনে যে ভিন্ন ভিন্ন উপায় অবলম্বন করা হয় তা হচ্ছে ব্যক্তি সমাজকর্ম, দল সমাজকর্ম ও সমষ্টি সমাজকর্ম। যে গুলোকে একত্রে মৌলিক পদ্ধতি বলে। আবার এসব মৌলিক পদ্ধতিকে সহায়তা করে সামাজিক গবেষণা, সামাজিক প্রশাসন ও সামাজিক কার্যক্রম নামক তিনটি সহায়ক পদ্ধতি।

১.১ **সমাজকর্ম পদ্ধতির ধারনা ও সংজ্ঞা ঃ** ইংরেজী Methods শব্দটি ল্যাটিন Meta Ges Hodos শব্দ থেকে উদ্ভুত শব্দ দ্বয়ের অর্থ যথাক্রমে সুশৃংখল উপায়। সুতরাং আভিধানিক অর্থে পদ্ধতি হচ্ছে কোন কার্য সম্পাদানের সুশৃঙ্খল উপায়, এইচ.বি ট্রেকার এর মতে, পদ্ধতি হচ্ছে কোন লক্ষ্যার্জনের সচেতন ও সুপরিকল্পিত উপায়। বাহ্যিক দিক হতে এটি একটি কর্মসম্পাদন প্রক্রিয়া বা উপায় প্রতীয়মান হলেও এর অন্তরালে রয়েছে সু সমন্বিত জ্ঞান, উপলব্দি এবং সুনির্দিষ্ট কর্মনীতি।

সুতরাং সমাজকর্ম পদ্ধতি বলতে ব্যক্তি, দল ও সমষ্টি সমস্যা সমাধানেরজন্য সমাজকর্মীরা যে সকল পদ্ধতি অনুসরণ করে সমাজকর্ম বিষয়ক সুশৃংখল জ্ঞান, উপলবদ্ধি ও নীতি আবিস্কার করে থাকে।

১.২ **সমাজকর্ম পদ্ধতি সমূহের শ্রেণী বিভাগ ঃ** ব্যক্তি দল ও সমষ্টির সমাধানের প্রেক্ষিতে সমাজকর্ম পদ্ধতিকে দু'শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। এগুলো হলো ঃ

১। মৌলিক পদ্ধতি
২। সহায়ক পদ্ধতি

১। **মৌলিক পদ্ধতিগুলো হল**

(ক) ব্যক্তি সমাজকর্ম;
(খ) দল সমাজকর্ম ও
(গ) সমষ্টি সংগঠন ও সমষ্টি উন্নয়ন

২। **সহায়ক পদ্ধতিগুলো হল**

(ক) সামাজিক প্রশাসন;
(খ) সামাজিক গবেষণা এবং
(গ) সামাজিক কার্যক্রম;

পাঠ-২ ঃ ব্যক্তি সমাজকর্ম

উদ্দেশ্য

এই পাঠটি পড়ে আপনি—

☞ ব্যক্তি সমাজকর্মের সংজ্ঞা বলতে পারবেন।

☞ ব্যক্তি সমাজকর্মের উপাদান বর্ণনা করতে পারবেন এবং নীতিগুলো আলোকপাত করতে পারবেন।

☞ ব্যক্তি সমাজকর্মের প্রয়োগ ক্ষেত্র তুলে ধরতে পারবেন।

২.১ **ব্যক্তি সমাজকর্মের ধারনা ও সংজ্ঞাঃ** ব্যক্তি সমাজকর্ম হচ্ছে সমাজকর্মের অন্যতম মৌলিক পদ্ধতি। এই পদ্ধতির মাধ্যমে ব্যক্তির সমস্যার সমাধান দেওয়া হয়। সমস্যাগ্রস্ত ব্যক্তিকে কেন্দ্রকরেই এই পদ্ধতি গড়ে ওঠে। সমাজকর্মের পদ্ধতি গুলোর মধ্যে ব্যক্তি সমাজকর্ম পদ্ধতিই সবচেয়ে প্রাচীন পদ্ধতি।

সংজ্ঞাঃ ব্যক্তি সমাজকর্ম হচ্ছে পেশাদার সমাজকর্মের এমন এক মৌলিক পদ্ধতি, যার মাধ্যমে সমস্যা গ্রস্তব্যক্তিকে এমনভাবে সহায়তা করা হয় যাতে সে তার সুপ্ত প্রতিভা ও সম্পর্কের বিকাশ ঘটিয়ে নিজের সমস্যা মোকাবেলা করে স্বাভাবিক ভূমিকা পালনে সক্ষমহয়।

লিটন বি. সুইফটের মতে, "ব্যক্তি সমাজকর্ম হচ্ছে সমস্যাগ্রস্ত ব্যক্তির বুদ্ধিমত্তা ও অন্তর সত্তাকে বিকশিত করার এমন এক কৌশল যা তাকে তার পরিবেশের সমস্যাবলী মোকাবেলায় সাহায্য করে।"

এইচ. এইচ পার্লম্যানের ভাষায় "ব্যক্তি সমাজকর্ম পদ্ধতি মানবকল্যাণ সংস্থাকে সমূহ কর্তৃক পরিচালিত এমন এক প্রক্রিয়া, যা কোন ব্যক্তির সামাজিক ভূমিকা পালনের ক্ষেত্রে উদ্ভুত সমস্যাবলী কার্যকর ভাবে মোকাবেলায় সহায়তা করে।"

উল্লেখিত সংজ্ঞাগুলোর প্রেক্ষিতে বলা যায়, ব্যক্তি সমাজকর্ম পদ্ধতি বলতে এমন করে পদ্ধতিকে বুঝায় যার মাধ্যমে সমস্যাগ্রস্ত ব্যক্তির সুপ্ত ক্ষমতার বিকাশ সাধন করে এমনভাবে সমস্যার সমাধান করে যাতে উত্তম সামঞ্জস্য ও সুষ্ঠু সামাজিক ভূমিকা পালনে সক্ষম হয়।

২.২ **ব্যক্তি সমাজকর্মের উপাদন ঃ** ব্যক্তি সমাজকর্ম সমাজকর্মের একটি মৌলিক পদ্ধতি যার মাধ্যমে ব্যক্তিকে সমাস্যা মুক্ত হতে সহায়তা করা হয়। ব্যক্তি সমাজকর্মে সমস্যা সমাধান প্রক্রিয়ায় কতিপয় উপাদান বা বিষয় নিয়ে অবির্তিত হতে থাকে। এই সব উপকরণের সমষ্টিকে ব্যক্তি সমাকর্মের উপাদান বলে।

এ প্রসঙ্গে এইচ.এইচ পার্লম্যান প্রদত্ত সংজ্ঞা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁর মতে

ষ্ঠA person with a problem comes to a place, where a professional representative helps him, by a given process. সংক্ষেপে এটা 5p. নামে পরিচিত, যেমন-

১। Person- ব্যক্তি ;
২। Problem- সমস্যা ;
৩। place- স্থান ;
৪। Professional representative বা পেশাদার প্রতিনিধি ;
৫। Process- প্রক্রিয়া ;

উল্লেখিত 5 P. ব্যক্তি সমাজকর্মের পাঁচিটি উপাদান নির্দেশ করে।
নিম্নে ব্যক্তি সমাজকর্মের উপাদান সমূহ আলোচনা করা হলোঃ

১। **ব্যক্তি ঃ** ব্যক্তি সমাজকর্মের মূল উপাদান হচ্ছে ব্যক্তি। ব্যক্তি বলতে সমস্যাগ্রস্ত ব্যক্তিকে বুঝায়। সমস্যাগ্রস্ত ব্যক্তি সমাজের এক জন সদস্য হলেও তিনি স্বাভাবিক ভূমিকা পালনে ব্যর্থ।

ব্যক্তির বৈশিষ্ট্য হচ্ছেঃ

(ক) সমস্যাগ্রস্ত ব্যক্তি প্রতিকূল পরিস্থিতির শিকার ;
(খ) ঐ ব্যক্তি যে কোন বয়সের লিঙ্গের বা গোত্রের হতে পারে।
(গ) সমস্যাগ্রস্ত ব্যক্তি স্বাভাবিক শক্তি ভূমিকা পালনে অক্ষম ও অস্বাভাবিক আচরণকারী।
(ঘ) সে স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্বের অধিকারী

(ঙ) সে সমস্যার সমাধান চায়।

২। **সমস্যা ঃ** ব্যক্তি সমাজকর্মে সমস্যা হচ্ছে যে সব আর্থ- সামাজিক ও মনোদৈহিক অবস্থা ব্যক্তির স্বাভাবিক কাজকর্ম ও সামাজিক ভূমিকা পালনে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। সমস্যার বৈশিষ্ট্যগুলো হচ্ছে-

(ক) ব্যক্তির স্বাভাবিক ভূমিকা পালন ব্যাহত করে;
(খ) সমস্যার বহুমুখী প্রভাব বিদ্যমান;
(গ) ব্যক্তির মানসিক চাপ সৃষ্টি করে;
(ঘ) সমস্যা সমাধান যোগ্য;

৩। **স্থান বা প্রতিষ্ঠান ঃ** ব্যক্তি সমাজকর্মে সমস্যা সমাধানের স্থান হচ্ছে সুসংগঠিত পেশাগত প্রতিষ্ঠান, যে প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে সমাজকর্মী সমস্যাগ্রস্ত ব্যক্তিকে সাহায্য করবে। প্রতিষ্ঠান সরকারি ও স্বেচ্ছাসেবী দু'ধরনের হতে পারে, বাংলাদেশে প্রতিষ্ঠান হিসেবে কিশোর আদালত, দুঃস্থ শিশু পুণর্বাসন কেন্দ্র, ডে-কেয়ার সেন্টার প্রভৃতি উল্লেখ করা যায়।

৪। **পেশাদার প্রতিনিধি ঃ** সমাজকর্ম প্রতিষ্ঠান কর্তৃক মনোনীত ব্যক্তি যিনি ব্যক্তির সমস্যা সমাধানে সক্ষম। তিনি পেশাগত জ্ঞানে দক্ষ ও নৈপূণ্যের অধিকারী। সমস্যাগ্রস্ত ব্যক্তির সাথে সুসম্পর্ক স্থাপন, কর্মরত প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্যে, আদর্শ ও কর্মসূচী সম্পর্কে স্পষ্ট ধারনার অধিকারী।

৫। **প্রক্রিয়া ঃ** ব্যক্তি সমাজকর্মে সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে যে সব পন্থা বা কৌশল প্রয়োগ করা হয় তাকে প্রক্রিয়া বলে। সমস্যাগ্রস্ত ব্যক্তির সমস্যা সমাধানের জন্য প্রতিষ্ঠান বা সমাজকর্মীর নিকট সাহায্য প্রার্থনা হতে এ প্রক্রিয়া শুরু হয়, এবং সমস্যা সমাধানের মাধ্যমে এর সমাপ্তি ঘটে। এই প্রক্রিয়ার পাঁচটি স্তর রয়েছে। তথ্য সংগ্রহ, সমস্যা নির্ণয়, সমস্যা সমাধান, মূল্যায়ণ ও অনুসরণ।

উপরোক্ত উপাদান সমূহের ব্যক্তি সমাজকর্মের জন্য অপরিহার্য। উক্ত উপাদানের কোন একটির অনুপস্থিতি ব্যক্তি সমাজকর্ম সম্পাদিত হতে পারে না।

২.৩ ব্যক্তি সমাজকর্মের নীতি

ব্যক্তি সমাজকর্ম পদ্ধতিকে সুপরিকল্পিত ও অধিকতর কার্যকরী, করার জন্য সমাজকর্মীদের কতগুলো নির্দেশিকা অনুসরণ করতে হয়। সে সব নিয়ম নীতি হচ্ছে ব্যক্তি সমাজ কর্মের নীতি।

ব্যক্তি সমাজকর্মের নীতি গুলো হচ্ছে-

১। **গ্রহণনীতি ঃ** একজন সাহায্যার্থীকে জাতি-ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষ তার মর্যাদা ও গুরুত্ব দিয়ে গ্রহণ করাকে ব্যক্তি সমাজকর্মের গ্রহণ নীতি বলে। সাহায্যার্থী যদি সমাজ কর্মীর কাছে এসে বুঝতে পারে সমাজকর্মী তাকে আন্তরিকভাবে গ্রহণ করে তার সমস্যাকে গুরুত্ব সহকারে গ্রহণ করে তাহলে সমস্যা সমাধান সহজ হয়। তাই ব্যক্তি সমাজকর্মে গ্রহণনীতি গুরুত্বপূর্ণ।

২। **অংশগ্রহণ নীতি ঃ** সমস্যা সমাধানের পূর্বশর্ত হচ্ছে সাহায্যার্থীর সমাধান কার্যক্রমে অংশগহণ। এর উদ্দেশ্যে হচ্ছে সাহায্যার্থীকে সক্ষম করে তোলা। সমস্যা সমাধান প্রক্রিয়ার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সাহায্যার্থীর সহযোগিতা, একাত্মতা ও মনোনিবেশ সহকারে কাজ করাকেই অংশগ্রহণ নীতি বলে। অংশগ্রহন নীতি অনুশীলনে সাহায্যার্থীর আত্মবিশ্বাস ও স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জণে প্রেরণা যোগায়।

৩। **ব্যক্তি স্বাতন্ত্রীকরণনীতি ঃ** সকল সমস্যাগ্রস্ত ব্যক্তির সমস্যার ধরন, প্রভাব, সমাধান ক্ষমতা, আশা আকাঙ্খা, আবেগ, অনুভূতি এক নয়। একই সমস্যা যেমন বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে বিভিন্নভাবে দেখা দিতে পারে, তেমনি সমস্যা সমাধানের প্রচেষ্টা ও পৃথকভাবে করা হয়। ব্যক্তি স্বাতন্ত্রীকরণ নীতি অনুসরনের মাধ্যমে সমাজকর্মীর পেশাগত জ্ঞান, অভিজ্ঞতা ও দক্ষতা এমন এক পথে পরিচালিত হয়, যেখানে তিনি সমস্যাগ্রস্ত সেবা গ্রহীতাকে কিভাবে সাহায্য করা সম্ভব,তার রূপ রেখা তৈরী এবং দিক নির্দেশনা লাভ করে থাকেন। সুতরাং ব্যক্তি স্বাতন্ত্রীকরণ নীতির গুরুত্ব অপরিসীম।

৪। **যোগাযোগ নীতি ঃ** যোগাযোগ বলতে তথ্যের আদান-প্রদান বা বিনিময় বুঝায়। ব্যক্তি সমাজকর্মে এটি অত্যন্ত গুরুত্ববহ। ব্যক্তি সমাজকর্মী সমাজর্মী ও সাহায্যার্থীর মধ্যে পরস্পরকে অনুভূতি, চিন্তাধারা,তথ্য ও অভিজ্ঞতার আদান

প্রদানকে যোগাযোগ বলে। ব্যক্তি সমাজকর্মী সাহায্যার্থীর সাথে এরূপ যোগাযোগ স্থাপন করবেন যেন সাহায্যার্থীর তার সমস্যা সম্পর্কিত প্রকৃত তথ্য ও অনুভূতি প্রকাশের সুযোগপান এবং সমাজকর্মী ও সাহায্যদান ব্যবস্থা সম্পর্কে অবহিত করতে পারেন ফলে সাহায্যার্থীর সমাজকর্মীর সাথে যুক্তিযুক্ত আলোচনায় উৎসাহবোধ করবেন। এ নীতি অনুসরণের ফলে উভয়ে পরস্পরকে বুঝতে পারে।

৫। **আত্ম-নিয়ন্ত্রণ নীতি ঃ** আত্ম-নিয়ন্ত্রণ অধিকার দান ব্যক্তি সমাজকর্মের সমস্যা সমাধানের অত্যন্ত গুরুত্ব পূর্ণনীতি। সমস্যা সমাধান প্রক্রিয়ায় সাহায্যার্থীর নিজস্ব পছন্দ সিদ্ধান্ত মেনে নেওয়ার অধিকারই আত্মনিয়ন্ত্রণ নীতি, এই নীতর সফল প্রয়োগেই ব্যক্তি সমাজকর্ম পদ্ধতি অর্থপূর্ণ এবং সার্থক হয়। সমস্যা সমাধানে সিদ্ধান্ত গ্রহণে সাহায্যার্থীকে সক্ষম করে তোলাই এ নীতির মূল লক্ষ্য।

৬। **গোপনীয়তার নীতিঃ** মানুষ গোপন কথা সহজে কাউকে বলতে চায় না। তবে সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে গোপন প্রকাশিত হবে না এমন প্রতিশ্রুতি পেলে সে অকপটেই বলতে পারে আর এ নিয়মকেই গোপনীয়তার নীতি বলে। ব্যক্তির সমস্যার সাথে জড়িত এমন কিছু তথ্য থাকে যা, বাইরে প্রকাশ পেলে তার আত্ম মর্যাদা ও সম্মান হানীর সম্ভাবনা থাকতে পারে। এমন কি পারিবারিক অসন্তোষ ও জীবন নাশের কারণ ও হতে পারে সমাজকর্মীর প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে গোপনীয়তা রক্ষা করার নিশ্চয়তা প্রদান ব্যতীত সাহায্যার্থী কখন ও তার সমস্যার সঙ্গে সম্পর্কিত তথ্যাদি প্রকাশ করবেনা।

৭। **সমাজকর্মীর আত্ম সচেতনতার নীতিঃ** পেশাগত সমাজকর্মীর একটি গুনগত দিক আত্ম সচেতনতা। ব্যক্তি সমাজকর্মী ব্যক্তি জীবনে চিন্তা-চেতনায় সাহায্যেথীর বিপরীত মতের অধিকারী হতে পারেন এ ক্ষেত্রে তার আবেগ; অনুভূতি ইচ্ছা-অনিচ্ছা পছন্দ অপছন্দের ক্ষেত্রে তাকে পেশাগত মূল্যবোধের প্রতি খেয়াল রেখে নিরপেক্ষতা বজায় রাখতে হবে। নতুবা মূল লক্ষ্য ব্যহত হবে। তাই সমাজকর্মীকে সাহায্যার্থীর সমস্যা সমাধানে আত্ম সচেতণতার নীতি অনুসরণ করতে হবে।

সুতরাং উপরোক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায় ব্যক্তি সমাজকর্মের নীতি সমূহ সমস্যা সমাধানে সহায়ক। এ নীতিগুলোর সফল প্রয়োগ ব্যক্তি সমাজকর্ম মূল লক্ষ্য অর্জনে সক্ষম হবে।

২.৪ ব্যক্তি সমাজকর্মের প্রয়োগ ক্ষেত্রে ঃ ব্যক্তি সমাজকর্ম সমস্যা সমাধানের এমন একটি সু-শৃঙ্খল প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে ব্যক্তির প্রতিভা ও সম্পদের বিকাশ সাধনের মাধ্যমে ব্যক্তিকে এমনভাবে সহায়তা করা হয় যাতে সে নিজের সমস্যা সমাধান করে সুষ্ঠুভাবে সামাজিক ভূমিকা পালনে সক্ষম হয়।

ব্যক্তি সমাজকর্ম একটি ব্যয় বহুল পদ্ধতি বিধায় বাংলাদেশে এই পদ্ধতির প্রয়াগ আশানুরূপ নয়। তবুও কতিপয় ক্ষেত্রে এ পদ্ধতি প্রয়োগ করা যায়। যেমন-

১। **চিকিৎসা সমাজকর্ম ঃ** বাংলাদেশে ব্যক্তি সমাজকর্মের বাস্তব প্রয়োগের সূচনা হয় চিকিৎসা সমাজকর্ম প্রকল্পের মাধ্যমে। বর্তমানএ প্রকল্পের নাম হাসপাতাল সমাজসেবা। দুঃস্থ ও অসহায় রোগীদের রোগমুক্তি ও পুণর্বাসনের জন্য বিভিন্ন হাসপাতালে্ এ কর্মসূচি রয়েছে।

২। **অপরাধ সংশোধনমূলক কার্যক্রম ঃ** অপরাধীদের সাজা না দিয়ে তাকে সংশোধন করাই উত্তম পন্থা। তাই অপরাধীকে চরিত্র সংশোধনের জন্য ব্যক্তি সমাজকর্মের উপর ভিত্তিশীল সংশোধনমূলক কার্যক্রম বিশ্বব্যাপী সমাদৃত।

৩। **পরিবার পরিকল্পনা ঃ** জনাধিক্য এই বাংলাদেশে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচরি গুরুত্ব অপরিসীম। জনসংখ্যঅ নিরসনে সচেতনতা সৃষ্টি, কুসংস্কার ও গোঁড়ামী দূরীকরণ, পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি গ্রহণে উদ্বুদ্ধকরণ, মা ও শিশু স্বাস্থ উন্নয়ন প্রভৃত্তি ক্ষেত্রে ব্যক্তি সমাজকর্ম অনবদ্য ভূমিকা পালনে সক্ষম।

৪। **বিদ্যালয় সমাজকর্ম ঃ** বর্তমানে বাংলাদেশের প্রায় সকল বিদ্যালয়ে বিশৃঙ্খলাপূর্ণ পরিবেশ বিরাজ করছে। এজন্য অনেক ছাত্র-ছাত্রী সামঞ্জ্যহীনতার শিকারে পরিণত হয়ে নানাবিধ সমস্যা সৃষ্টি করছে। ছাত্র-ছাত্রীদের বিভিন্ন সমস্যা মোকাবেলা করে বিদ্যালয়ে গঠনমূলক পরিবেশ সৃষ্টি করা আবশ্যক এ জন্য বিদ্যালয় সমাজকর্ম প্রয়োগ করা অত্যাবশ্যক যা ব্যক্তি সমাজকর্মের উপর ভিত্তিশীল। বাংলাদেশের বিভিন্ন এলাকায় কতিপয় বিদ্যালয়ে এই কর্মসূচী পরিচালণা করা হয।

৫। **পঙ্গু কল্যাণ ঃ** সামাজিক ও শারীরিক পঙ্গুদের জন্য ব্যক্তি সমাজকর্মের ভূমিকা অপরিসীম।

৬। **শ্রম কল্যাণ ঃ** শ্রমিকরা উৎপাদনের অন্যতম সহায়ক শক্তি। কিন্তু তারা নানা কারণে মালিকপক্ষের দ্বারা বঞ্চিত হয়। শ্রমিক ও মালিকদেরব্যক্তি সমাজকর্ম প্রক্রিয়ায় উদ্বুদ্ধ করে শ্রমিক অসন্তোষ দূর করা যায়।

৭। **শিশু কল্যাণঃ** শিল্প বিপ্লবোত্তর সমাজজীবনে যৌথ পরিবার প্রথার ভাঙ্গনের কারণে শিশুদেরসামঞ্জস্যহনীতার সমস্যা দেখা দেয়। এ ক্ষেত্রে শিশুর সুস্থ সামাজিকীকরণের জন্য শিশু কল্যান প্রতিষ্ঠানসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে ব্যক্তি সমাজকর্মের প্রয়োগ অনস্বীকার্য।

৮। **যুব কল্যাণ ঃ** দেশেক্রম বর্ধমান যুব অসন্তোষ দূরীকরণের জন্য ব্যক্তি সমাজকর্মের প্রয়োগের মাধ্যমে তাদের সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তোলা যায়।

৯। **মনস্তাত্বিক সমাজকর্ম ঃ** মানসিকভাবে সমস্যা গ্রস্তদের জন্য মনোস্তাত্ত্বিক সমাজকর্ম প্রয়োগ করা যায়। এ ক্ষেত্রে মনোরোগ বিশেষজ্ঞদের পাশাপাশি মনোচিকিৎসা সমাজকর্মীগণ ফলপ্রসূ ভূমিকা পালন করতে পারে।

১০। **মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র ঃ** বাংলাদেশে মাদকাসক্তের সংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে। ইহা যুব শক্তির নৈতিক চরিত্র ধবংস করছে। মাদকাসক্তিকে ঘুমন্ত দৈত্য বিবেচনা করে মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রে ব্যক্তি সমাজকর্মীগণ ফলপ্রসূ ভূমিকা পালন করতে পারেন।

পরিশেষে বলা যায়, বাংলাদেশে বক্তি সমাজকর্ম পদ্ধতির প্রয়োগ ক্ষেত্র বিস্তৃত এবং জটিলতা পূর্ণ। তাই সকল স্তরে ব্যক্তি সমাজকর্ম পদ্ধতি প্রয়োগ জোরদার করতে হবে।

পাঠ-৩ ঃ দল সমাজকর্ম

মানুষ সামাজিক জীব। দল মানব সমাজের একটি গুরুত্বপূর্ণ স্তর। প্রচীনকাল থেকেই মানুষের প্রয়োজন পূরণ, অস্তিত্ব রক্ষা, ও নিরাপত্তার জন্য দলবদ্ধজীবন যাপন করেছে। দল ছাড়া মানব জীবন কল্পনাতীত।
দল বলতে দুই বা ততোধিক লোকের সমাবশেকে বুঝায়, তবে সকল সমাবেশকে সমাজবিজ্ঞানীরা দল বলে স্বীকার করেন না, সমাজ বিজ্ঞানীদের মতে উদ্দেশ্যেহীন কোন সমাবেশ দল হতে পারে না ।

৩.১ দলের সংজ্ঞা

সমাজ বিজ্ঞানী ম্যাকাইভারের মতে, সেই জন সমষ্টিকে দল বলে যেখানেই পরস্পরের মাঝে একটা সামাজিক সম্পর্ক বিদ্যমান। সমাজবিজ্ঞানী পার্ক ও বার্জেসএর মতে, "সামাজিক দল বলতে এমন এক জনগোষ্ঠীকে বুঝায় যারসদস্যদের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য এক ও অভিন্ন এবং যার সদস্যদের কাজকর্মের মধ্যে মিল রয়েছে।

৩.২ সামাজিক দলের বৈশিষ্ট্য

১। সমস্বার্থ ও উদ্দেশ্যে প্রণোদিত দুই বা ততোধিক লোকের সমাবশে।
২। সাধারণ উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য;
৩। সংশ্লিষ্টদের পারস্পরিক সম্পর্ক বিদ্যমান;
৪। দলীয় মূল্যবোধ ও আদর্শ;
৫। সদস্যদের মধ্যে পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া;
৬। সামাজিক বন্ধন;

৩.৩ **সামাজিক দলের শ্রেণী বিভাগ ঃ** দলের প্রকৃতি, বৈশিষ্ট্য লক্ষ্যও কার্যক্রমের আলোকে সামাজিক দলকে নিম্নোক্ত শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়।

১। **প্রাথমিক দল ঃ** এ দলের সদস্যদের মধ্যে প্রত্যক্ষ সম্পর্ক বিদ্যমান থাকে। এ দলের উদ্ভাবনকারী সমাজবিজ্ঞানী কুলী বলেন, "প্রাথমিক দল বলতে আমি মুখোমুখি সম্পর্ক ও সহযোগিতা বুঝি" এর সদস্যরা নিজেরমধ্যে আমরা অনুভূতি (ডব ভববষরহম) লাভ করে যেমন- পরিবার, শ্রেণী, দল, সংঘ প্রভৃতি।

২। **মাধ্যমিক বা গৌণদল ঃ** যে দলে সদস্যরা ঘনিষ্ঠভাবে পরস্পরের সাথে যোগাযোগ রক্ষাকরতে পারে না সেই দলকে গৌণ দল বলে। এ ধরনের দলে নীতি, আদর্শ ও লক্ষ্যগত মিল থাকে, যেমন- ট্রেড ইউনিয়ন, শিক্ষক সমিতি, ছাত্র সংস্থা প্রভৃতি।

৩। **অন্তবর্তী দল ঃ** ব্যক্তি যে দলের সদস্য সেই দলটিই তার কাছে অন্তদল বলে গণ্য।

৪। **বর্হিদল ঃ** যে দল সদস্যদের কাছে নিজের দল নয়, তাকে বর্হিদল বলে, যেমন- খেলারমাঠে প্রতিযোগী দল।

৩.৪ **দল সমাজকর্ম পদ্ধতির উপাদান ঃ** দল সমাজকর্মের প্রাণ হচ্ছে দলদল ছাড়াও দল সমাজকর্মের আরো কিছু উপাদান বিদ্যমান, দল সমাজকর্ম বিশ্লেষণ করলে নিম্নোক্ত উপাদান পাওয়া যায়।

১। সামাজিক দল ;
২। দল সমাজকর্ম প্রতিষ্ঠান;
৩। দল সমাজকর্মী এবং
৪। দল সমাজকর্ম প্রক্রিয়া

দল সমাজকর্মের উপাদান সমূহ ধারাবহিক ভাবে বর্ণনা করা হলোঃ

১। **সামাজিক দল ঃ** ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে যখন কোন বিশেষ উদ্দেশ্যে সামনে রেখে দুইবা ততোধিক লোকের সমাবেশ ঘটে তাকে সামাজিক দল বলে। প্রাথমিক দল, গৌণ বা মাধ্যমিক দল, অন্তদল ও বর্হিদল নিয়ে সামাজিক দল গড়ে ওঠে।

দল সমাজকর্মের অন্যতম হাতিয়ার হচ্ছে সামাজিক দল। সাধারণত প্রত্যক্ষদলকে কেন্দ্র করেই সাামজিক দল আবর্তিত হয়।

২। **দল সমাজকর্ম প্রতিষ্ঠান ঃ** সমাজকর্মের নীতি ও কর্মসূচীর আওতায় যে সমস্ত সামাজিক প্রতিষ্ঠান থেকে পেশাদার সমাজকর্মীরা দলীয় সদস্যদের সেবা প্রদানকরে থাকেন তাকে দল সমাজকর্ম প্রতিষ্ঠান বলে। এ সকল প্রতিষ্ঠান

সরকারী বেসরকারী উভয় ধরনের হতে পারে। যেমন- শিশু কল্যাণ কেন্দ্র মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র বাংলাদেশ পরিবার পরিকল্পনা সমিতি ইত্যাদি।

৩। **দল সমাজকর্মী ঃ** দল সমাজকর্মী বলতে সমাজকর্মের পেশাগত জ্ঞান দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা সম্পূর্ণ ব্যক্তিকে বুঝায়। তিনি দলের কোন সদস্য নন। সমাজকর্মী প্রতিষ্ঠানের একজন পেশাদার প্রতিনিধি হিসেবে দলকে নিয়ে কাজ করেন। তিনি প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত এবং বেতনভুক্ত কর্মচারী হিসেবে সেবা প্রদান করে থাকেন। তার গতিশীল নেতৃত্ব ও কার্যকর ভূমিকার উপর দলসমাজকর্ম বহুলাংশে নির্ভরশীল।

৪। **দল সমাজকর্ম প্রক্রিয়া (Social group work processes) ঃ** যে সুশৃঙ্খল ও সুপরিকল্পিত উপায়ে দলীয় অভিজ্ঞতার মাধ্যমে দলীয় সদস্যদের ব্যক্তিগত দলীয় ও সমষ্টিগত সমস্যা কার্যকরভাবে মোকাবেলা করতে সাহায্য করা হয় তাকে দল সমাজকর্ম প্রক্রিয়া বলে।

দলের সর্বোচ্চ কল্যাণেরজন্য দল সমাজকর্মী সুপরিকল্পিতভাবে কাজ করে থাকেন, দলের আকার ও প্রকৃতি অনুসারে দল সমাজকর্মী বিভিন্ন পদ্ধতি ও কৌশল গ্রহন করে থাকেন।

উল্লেখিত উপাদান সমন্বয়ে দল সমাজকর্ম পরিচালিত হয়ে থাকে।

৩.৫ **বাংলাদেশে দল সমাজকর্ম পদ্ধতির প্রয়োগক্ষেত্র ঃ** বাংলাদেশে দল সমাজকর্মের প্রয়োগ ক্ষেত্রে ব্যাপক ও বিস্তৃত ঘনবসতিপূর্ণ বাংলাদেশের বিপুল জনশক্তির উন্নয়ন কর্মকান্ডে অংশগ্রহণের জন্য পরিকল্পিত দল গঠনের গুরুত্ব অপরিসীম। বাংলাদেশে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে নিম্নোক্ত ক্ষেত্রে দল সমাজকর্ম পদ্ধতি প্রয়োগ করে সাফল্য অর্জন সম্ভব।

১। **কৃষি উন্নয়ন ঃ** বাংলাদশের জাতীয় আয়ের অন্যতম উৎস কৃষি খাত। মান্ধাতার আমলের উৎপাদন ব্যবস্থা, কুসংস্কার, আধুনিক প্রযুক্তি জ্ঞানের অভাবে কৃষি উৎপাদন ব্যাহত হচ্ছে। উল্লেখিত সমস্যা নিরসনে সুপরিকল্পিত উপায়ে দল গঠন করে দল সমাজকর্ম পদ্ধতির সফল বাস্তবায়ন সম্ভব।

২। **জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ ঃ** বাংলাদেশের এক নম্বর জাতীয় সমস্যা হচ্ছে জনসংখ্যা সমস্যা। বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতার জন্য জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচী সফল হচ্ছে না। পল্লীর দরিদ্র ও অশিক্ষিত জনগোষ্ঠীর মধ্যে স্থানীয় জনপ্রতিনিধি শিক্ষার স্থান ও মক্তবের শিক্ষকদের নিয়ে দল গঠন করে দল সমাজকর্মের পদ্ধতি ও কৌশল প্রয়োগ করে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে সচেতন করা যায়।

৩। **নিরক্ষরতা দূরীকরণ ঃ** বাংলাদেশের অধিকাংশ লোক নিরক্ষর যা জাতির জন্য অভিশাপ, দল সমাজকর্ম পদ্ধতি প্রয়োগ করে বয়স্ক ও সামাজিক শিক্ষা প্রদানের মাধ্যমে নিরক্ষরতা অজ্ঞতা ও কুসংস্কার দূর করা সম্ভব।

৩। **দরিদ্র দূরীকরণ ঃ** বাংলাদেশ গণদারিদ্রের দেশ। দরিদ্রদের সংগঠিত করে সমবায় ভিত্তিক উৎপাদন ব্যবসা বাণিজ্যে অংশগ্রহন নিশ্চিত করতে দল সমাজকর্ম পদ্ধতি প্রয়োগ করা যায়।

৪। **বেকারত্ব দূরীকরণঃ** বেকার সমস্যায় জর্জরিত বাংলাদেশের বেকারত্ব দুরীকরনের লক্ষ্যে সুপরিকল্পিত দল গঠন করে ব্যপক কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা সম্ভব। বাংলাদেশে দল সমাজকর্মের উপর ভিত্তিশীল নানামুখী উদ্যেগ গ্রহণ করে প্রচ্ছন্ন বেকার মেওসুমী বেকার ও নারীদের কর্মমুখী শিক্ষার ব্যবস্থা করে বেকরত্ব দূর করা যায়।

৫। **সমবায় গঠন ঃ** বিভিন্ন শ্রেণী ও পেশার মানুষ সমবায় গঠন করে দলীয় ভাবে নিজস্বগোষ্ঠীর উন্নয়নে সহায়ক ভূমিকা পালন করতে পারে। বাংলাদেশের গ্রাম ও শহরে দল সমাজকর্ম পদ্ধতি প্রয়োগ জরুরী।

৬। **চিত্ত-বিনোদন ঃ** চিত্ত বিনোদন অন্যতম একটি মৌলিক প্রয়োজন। পরিকল্পিত উপায়ে দলগঠন করে শিশু কিশোর, যুব, পৌঢ় সকল শ্রেণীর উপেযোগী চিত্ত বিনোদনের ব্যবস্থা করা তাদের দেহ ও মনের উৎকর্ষ সাধনে সহায়তা করা যায়।

৭। **নতুন বসতি এলাকা ঃ** শিল্পায়ণ ও শহরায়ণের ফলে আমাদের দেশে বিভিন্ন এলাকার বিভিন্ন সংস্কৃতির মনোভাবের লোকেরা শহর এলাকায় নতুন বসতি স্থাপন করছে। ফলে অধিবাসীদের মধ্যে সামাজিক বন্ধন গড়ে ওঠে না। এদেরকে দলবদ্ধ করে দল সমাজকর্ম পদ্ধতি প্রয়োগের মাধ্যমে পারস্পরিক সু-সম্পর্ক গড়ে তোলা সম্ভব। যেমন- নতুন হাউজিং এলাকা, আশ্রয়ণ প্রকল্প।

৮। **অপরাধ ও কিশোর অপরাধ প্রতিরোধ ঃ** স্থানীয় নেতৃবৃন্দের মাধ্যমে পরিকল্পিত উপায়ে দল গঠন করে দল সমাজকর্ম পদ্ধতির মাধ্যমে গঠনমূলক দলীয় অভিজ্ঞতা প্রদান করে সদস্যদের মূল্যবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গিতে পরিবর্তন সাধন করে অপরাধ ও কিশোর অপরাধ দূর করা সম্ভব।

৯। **প্রতিবেশি কেন্দ্র ঃ** দল সমাজকর্মের গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে হচ্ছে দল সমাজকর্ম। সমাজে পারিবারিক ভাঙ্গন জনিত সামাজিক বিচ্ছিন্নতা, ব্যস্ততা প্রতিযোগিতা প্রভৃতি কারণে দ্বন্দ্ব সংঘাত, বৈষম্য ইত্যাদি বাড়ছে। দল সমাজকর্মের ভিত্তিতে প্রতিবেশী কেন্দ্র স্থাপন করে সম্পর্ক উন্নয়ন করা সম্ভব।

১০। **শিশু সনদ ঃ** সমাজের বিভিন্ন পটভূমির এতিম শিশুরা থাকে। শিশুদের নাগরিকত্ববোধ, স্বনির্ভর মনোভাব ও সমবায়িক চেতনা সৃষ্টির জন্য দল সমাজকর্ম পদ্ধতি প্রয়োগ করে সফলতা অর্জন করা যায়।

১১। **অপরাধ ঃ** দল সমাজকর্মী পরিকল্পিত উপায়ে দলগঠন করে দল সমাজকর্ম পদ্ধতি প্রয়োগ করে ক্রমবর্ধমান কিশোর-অপরাধ ও অপরাধ প্রবণতা দূরীকরণের জন্য মুল্যবোধ ও দৃষ্টি ভঙ্গির পরিবর্তনের চেষ্টা করবেন।

১২। **পুণর্বাসন ঃ** বাংলাদেশের গ্রাম শহরে অসংখ্য ছিন্নমূল জনগণ মানবেতর জীবন যাপন করছে। দল সমাজকর্ম পদ্ধতি প্রয়োগ করে ছিন্নমূল জনগণকে সংগঠিত করে পুণর্বাসন করা সম্ভব।

উপরোক্ত ক্ষেত্র ছাড়াও নারী কল্যাণ, বিদ্যালয় সমাজকর্ম, শিল্প-কারখানা মনোচিকিৎসা প্রভৃতি ক্ষেত্রে ও দল সমাজকর্ম পদ্ধতি প্রয়োগ করা যেতে পারে।

পাঠ-৪ ঃ সমষ্টি সমাজকর্ম (জনসমষ্টি সংগঠন ও সমষ্টি উন্নয়ন)

উদ্দেশ্য

এই পাঠটি পড়ে আপনি—

১। জনসমষ্টি সংগঠন কি তা জানতে পারবেন।

২। জনসমষ্টি সংগঠনের উদ্দেশ্যে বলতে পারবেন।

৩। জনসমষ্টি সংগঠনের প্রয়োগ ক্ষেত্রে বলতে পারবেন।

পটভূমি

আমেরিকার দান সংগঠন আন্দোলন থেকে সমষ্টি সংগঠনের সূত্রপাত। বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী ও সরকারি সংস্থার মাঝে সমন্বয় সাধনের জন্য ১৮৭৭ সালে যুক্তরাষ্ট্রের বাফলোতে দান সংগঠন সমিতি গঠন করা হয়।

৪.১. **ধারনা ও সংজ্ঞা ঃ** সাধারণত জনসমষ্টি সংগঠন বলতে সমাজকর্মের ঐ প্রক্রিয়াকে বোঝায় যা সুপরিকল্পিত ও সুচিন্তিতভাবে কোন নির্দিষ্ট এলাকার সামাজিক চাহিদা ও সমষ্টি সম্পদের মাঝে সু-সামঞ্জস্য বিধান করে।

আর্থার ডানহামের মতে; সমষ্টি সংগঠন হচ্ছে– এমন এক সমাজকর্ম প্রক্রিয়া, যার মাধ্যমে বিশেষ ক্ষেত্রে সমাজকল্যাণ প্রয়োজন ও সম্পদের মাঝে ফলপ্রসূ সামঞ্জস্য বিধান করা হয়।

স্কিডমুর ও থ্যাকারি এর মতে "সমষ্টি সংগঠন হচ্ছে একটি আন্তঃদলীয় প্রক্রিয়া, যা সামাজিক সমস্যাদূরীকরণে সমষ্টির সম্পদ ও সংস্থাগুলোর যথাযথ ব্যবহারে বাস্তব কার্যক্রম গ্রহণ করে।"

উপরোক্ত সংজ্ঞাগুলোর আলোকে বলা যায়, জনসমষ্টি সমাজকর্ম এমন একটি পদ্ধতি, যার মাধ্যমে কোন এলাকার জনগণের প্রয়োজন ও সম্পদের মধ্যে ফলপ্রসু এবং কার্যকর সামঞ্জস্য বিধান করা যায়।

৪.২. **সমষ্টি সংগঠনের উদ্দেশ্যাবলী ঃ** সমষ্টি সংগঠন পদ্ধতির সংজ্ঞাসমূহ বিশ্লেষণ করলে নিম্নোক্ত উদ্দেশ্যে সমূহ লক্ষ্য করা যায়–

১। সমষ্টি সংগঠনের প্রধান লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হচ্ছে সমষ্টির চাহিদা নির্ধারণ করা
২। সমষ্টিরপ্রতি সাধারণ জনগণের আস্থা ও সু-সম্পর্ক গড়ে তোলা।
৩। সামাজিকপরিবেশের উন্নয়ণ ঘটানো।
৪। সমষ্টিরবৃহত্তর কল্যাণে কর্মসূচী প্রণয়ন করা
৫। কর্মসূচী বাস্তবায়নের জন্য জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা।
৬। সমষ্টির সাংগঠনিক কার্যক্রম জোরদারকরণ।
৭। স্বাস্থ্য সেবামূলক কর্মসূচী প্রবর্তনে জনগণকে উৎসাহিত করা।
৮। সমষ্টির জনগণের মধ্যে সহযোতিা ও সৌহাদর্য মূলক মনোভাব সৃষ্টি করা।
৯। জনগণের মধ্যে গঠনমূলক মনোভাব সৃষ্টি করা
১০। সমষ্টির নিয়োজিত ব্যক্তি, দল ও সমষ্টির মধ্যে সমঝোতা সৃষ্টি

৪.৩ **বাংলাদেশে জনসমষ্টি সংগঠনের প্রয়োগ ক্ষেত্র/পরিধি ঃ** সমষ্টি সংগঠন পদ্দতিমূলত শহর এলাকায় উন্নত ও সুংসগঠিত সমষ্টিতে প্রয়োগ করা হয়। বাংলাদেশ গ্রাম প্রধান দেশ। শতকরা প্রায় ২৫ ভাগ লোক মাত্র শহরে এলাকায বসবাস করে। তদুপরি, শহর এলাকায় উন্নত সমষ্টিতে বসবাসকারীর সংখ্যা অতি নগণ্য। তাই বাংলাদেশে সমষ্টি সংগঠন পদ্ধতি প্রযোগক্ষেত্র খুবই সীমিত।

বাংলাদেশে নিম্নে উল্লেখিত ক্ষেত্রে জনসমষ্টি সংগঠন পদ্ধতি প্রয়োগ করা যায়ঃ

১। **সমস্যা চিহ্নিতকরণ ঃ** বাংলাদেশের শহর সমষ্টি বহুবিধ সমস্যা বিদ্যমান। সমষ্টি সংগঠন পদ্ধতি প্রয়োগ করে সমস্যাসমূহ চিহ্নিত করে সমাধানের প্রয়াস চালানো সম্ভব।

২। **সমষ্টি কাউন্সিল ঃ** বৃহৎ শহর সমষ্টিতে স্থানীয় ভিত্তিক স্বাস্থ্যকল্যাণ এবং চিত্তবিনোদনমূলক সেবার পরিকল্পনা ও সমন্বয়ের জন্য সমষ্টি কলাণ কাউন্সিল গঠন করে সেবা প্রদান করা যায়।

৩। **শহর সমষ্টি উন্নয়ণ ঃ** বাংলাদেশে শহর সমাজসেবা কর্মসূচীতে সীমিত পর্যায়ে সমষ্টি সংগঠন পদ্ধতি প্রযোগ করে বিভিন্ন উন্নয়ণ কার্যক্রম পরিচালনা করা যায়।

৪। **বিশেষ সামাজিক সংস্থা ঃ** শিশুকল্যাণ সংস্থা, পরিবারকল্যাণ কেন্দ্র বিভিন্ন স্বাস্থ্য সেবা প্রভৃতি সামাজিক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে সমষ্টি সংগঠন কার্যক্রম বাস্তবায়ণ করা যায়।

৫। **সম্পদ আহরণ ঃ** বাংলাদশের সমষ্টিগুলোতে বহু বস্তুগত, অবস্তুগত আইনগত সম্পদ অব্যবহৃত অবস্থায় পড়ে আছে। এগুলোর যথাযথ সদ্ব ব্যবহার করে সমষ্টি সংগঠন পদ্ধতি প্রয়োগ করা যায়।

৬। **প্রতিবেশী কেন্দ্র ঃ** উন্নত এলাকার সচেতন জনগোষ্ঠী নিয়ে প্রতিবেশী কেন্দ্র গঠিত হয়। এলাকায় সামাজিক, সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান স্থাপন ও পৃষ্ঠপোষকতা করা পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা অভিযান পরিচালনা করা সমষ্টি সংগঠন কার্যক্রমের আওতায়ভুক্ত।

সুতরাং বলা যায়, উপরোল্লিখিত ক্ষেত্রসমূহে সমষ্টি সংগঠন পদ্ধতি প্রয়োগ করা যেতে পারে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ণ

১। সমষ্টি সংগঠন বলতে কি বুঝেন?
২। সমষ্টিসংগঠনের উদ্দেশ্র গুলো উল্লেখ করুন।
৩। সমষ্টি সংগঠনের প্রয়োগক্ষেত্র তুলে ধরুন।
৪। এই পাঠে সমষ্টি সংঠনের কয়টি প্রযোগ ক্ষেত্র উল্লেখ করা হয়েছে?
(ক) ৫টি (খ) ৬টি (গ) ৭টি (ঘ) ৮টি

সমষ্টি উন্নয়ণ

সমষ্টি উন্নয়নের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যে ঃ বাংলাদেশ দেশ গ্রাম প্রধান একটি দরিদ্র দেশ। এদেশের সামাজিক উন্নয়নের হাতিয়ার হচ্ছে সমষ্টি উন্নয়ন। সমষ্টি উন্নয়নের লক্ষ্য গুলো হচ্ছে-

১। অসংগঠিত ও বিচ্ছিন্ন জনগণকে সংগঠিত করা;
২। বাস্তবমুখী পরিকল্পনা ও কর্মসূচী প্রণয়নে সহায়তা।
৩। গ্রামীণ জনগণকে সচেতন করা;
৪। কারিগরী জ্ঞান ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের মধ্যমে উৎপাদনমুখী ও দক্ষ জনশক্তি সৃষ্টি করা;
৫। জাতিগঠনমূলক ও সেবামূলক প্রতিষ্ঠানের মাঝেসমন্বয় সাধন করা;
৬। জনগণের মাঝে গঠনমূলক পরিবর্তন আনয়ন।

উপরোক্ত উদ্দেশ্য সমূহকে সামনে রেখেই সমষ্টি উন্নয়নকর্মী সমষ্টির উন্নয়নের কাজ করে যায়।

বাংলাদেশে সমষ্টি উন্নয়নের পরিধি ও প্রয়োগ ক্ষেত্র ঃ বাংলাদেশ পৃথিবীর দরিদ্র দেশগুলোর অন্যতম। এদেশের গ্রাম ও শহর উভয় সমষ্টিতেই সমষ্টিউন্নয়ন পদ্ধতি প্রয়োগ করার সুযোগ রয়েছে। অনেক স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা গ্রামের দরিদ্র জগোষ্ঠীর উন্নয়নে এ কর্মসূচির পদ্ধতির সফলতা দেখিয়েছেন। তাছাড়া শহরের অনুন্নত এবং বস্তির ছিন্নমূল মানুষের উন্নয়নেও এ কর্মসূচির সফল প্রয়োগ করা যেতে পারে। নিম্নে বাংলাদেশে সমষ্টি উন্নয়ন পদ্ধতি প্রয়োগের সম্ভাব্য ক্ষেত্র সমূহ তুলে ধরা হলোঃ

১। **কৃষি উন্নয়ণ ঃ** বাংলাদেশ কৃষি প্রধানদেশ। এদেশের জাতীয় আয়ের সিংহভাগ আসে কৃষি থেকে। কৃষকদের অসংগঠিত উদ্যোগের কারণে কৃষিতে আশানূরূপ সাফল্য চোখে পড়ে না। সমবায় পদ্ধতির আওতায় কৃষকদের সংগঠিত করে আধুনিক চাষাবাদ সম্পর্কিত প্রশিক্ষণ, সেচ ব্যবস্থা কৃষিজাতপণ্য বাজারজাতকরনের মাধ্যমে কৃষির উন্নয়ন ঘটানো সম্ভব।

২। **সম্পদের সদ্ব্যবহার ঃ** সামাজিক জরিপের মাধ্যমে বস্তুগত ও অবস্তুগত সম্পদ উদ্ধার করে সমষ্টি উন্নয়ন কর্মীরা কৃষকদের সম্পদের সদ্ব্যবহারে কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারে।

৩। **মানব সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার ঃ** দেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেলে ও অজ্ঞতা অশিক্ষা ও কুসংস্কারের কারণে বর্ধিত জনসংখ্যা দেশের জন্য বোঝা হয়ে দাঁড়িয়েছে। কারিগরী ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে বর্ধিত জনগোষ্ঠিকে মানব সম্পদে পরিণত করা যায়।

৪। **সামাজিক সচেতনতা সৃষ্টি ঃ** বাংলাদেশের সিংহভাগ লোক শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত। সমাজকর্মীগণ তাদের অজ্ঞতা ও কুসংস্কার মুক্তকরে সচেতনতা সৃষ্টি করতে পারেন।

৫। **কুটির শিল্পের উন্নয়ণ ঃ** বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী কুটির শিল্প আজ বিলুপ্তির পথে। সমষ্টি উন্নয়ণ কর্মীগণ পরিকল্পিত উপায়ে সমবায় গঠনেরর মাধ্যমে কুটির শিল্পকে রক্ষা করে কর্ম সংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করতে পারেন।

৬। **নিরক্ষরতা দূরীকরণ ঃ** বাংলাদেশের অধিকাংশ জনগণ নিরক্ষর সমষ্টি উন্নয়ন কর্মসূচীর মাধ্যমে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা, নৈশ বিদ্যালয় স্থাপন, অন্ধ, মূক ও বধিরদের জন্য শিক্ষা কর্মসূচী, স্বাস্থ্য ও পুষ্টি বিষয়ক শিক্ষার ব্যবস্থা করা যায়।

৭। **চিত্ত-বিনোদন ঃ** চিত্ত বিনোদন একটি অন্যতম মৌলিক চাহিদা হওয়া সত্বেও গ্রামাঞ্চলের জনগণ চিত্ত বিনোদনের সুযোগ থেকে সম্পূর্ণ বঞ্চিত, সমষ্টি উন্নয়নের মাধ্যমে সাংস্কৃতিক কার্যক্রম গ্রহণ, খেলা-ধূলা নাটক, জারি-সারি গানের ব্যবস্থা করে চিত্ত বিনোদনের সুযোগ সৃষ্টি করতে পারেন।

৮। **স্বাস্থ্য সচেতনতা ঃ** পুষ্টিজ্ঞানের অভাবে এদেশের অধিকাংশ লোক স্বাস্থ্যহীনতায় ভোগে সমষ্টি উন্নয়নের মাধ্যমে স্বাস্থ্য বিধি ও পুষ্টি সম্পর্কিত জ্ঞানদান করে মানুষকে স্বাস্থ্য সচেতন করা সম্ভব।

৯। **সামাজিক সমস্যা সমাধান ঃ** বাংলাদেশের গ্রাম, শহরে যৌতুক প্রথা , দারিদ্রতা নিরক্ষরতা, অপরাধ প্রবনতা প্রভৃতি নানাবিধ সামাজিক সমস্যা বহুরকম নতুন নতুন সমস্যার সৃষ্টি করছে। সমষ্টি উন্নয়ণকর্মীগণ প্রগতিশীল বিভিন্ন কর্মসূচী গ্রহন করে সমাজিক সমস্যা নিরসনে পরোক্ষ ভূমিকা রাখতে পারে।

পরিশেষে বাংলাদেশের সামাজিক উন্নয়ন কর্মসূচীর প্রয়োগ ক্ষেত্রে বিআরডিবি, বার্ড, গ্রামীণ ও পৌরসমাজ সেবা প্রকল্প, উপজেলা সমাজ সেবা কর্মসূচী সমষ্টি উন্নয়নের আদলে পরিচালিত হয়।

অনুশীলনী

১। সমষ্টি উন্নয়ণ বলতে কি বুঝ?
অনুর্ধ্ব ..... ৫মিনিট।
২। সমষ্টি উন্নয়ণ কর্মসূচীর উদ্দেশ্য গুলো লিখুন ।

পাঠান্তোর মূল্যায়ণ

১। এই পাঠে সমষ্টি উন্নয়ণের কয়টি উদ্দেশ্য তুলে ধরা হয়েছে।
ক) ৪টি খ) ৫টি
গ) ৬টি ঘ) ৭টি।

২। সমষ্টি উন্নয়ণের সম্ভাব্য ক্ষেত্র কয়টি চিহ্নিত করা হয়েছে?
ক) ৫টি খ) ৬টি
গ) ৭টি ঘ) ৮টি।

পাঠ-৫ ঃ সমাজ কল্যাণ প্রশাসন

উদ্দেশ্য

এই পাঠটি পড়ে আপনি—

☞ এই পাঠটি পড়ে আপনি সমাজকল্যান প্রশাসন কাকে বলে তা জানতে পারবেন।

☞ সমাজকল্যাণ প্রশাসনের উদ্দেশ্য বলতে পারবেন।

ভূমিকা

আধুনিক সমাজকল্যান কার্যক্রম পরিচালিত হয় কোন না কোন এজেন্সী বা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে। প্রতিষ্ঠান মাত্রই রয়েছে নিয়ম-নীতি ও পরিচালনা ব্যবস্থা, আর সুষ্ঠু পরিচালনা ব্যবস্থাই হচ্ছে প্রশাসন অর্থাৎ যে প্রক্রিয়ায় কোন প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্যার্জনে ও সামাজিক নীতি বাস্তবায়নে পেশাগত দক্ষতা প্রয়োগ করা হয় তাই সামাজিক প্রশাসন। সমাজকর্মীদের নিকট এটি সমাজকল্যাণ প্রশাসন নামে অভিহিত।

৫.১। **সমাজকল্যাণ প্রশাসনের সংজ্ঞা ঃ** সাধারনত সমাজকল্যাণ প্রশাসন বলতে সমাজ কর্মের এ সহায়ক পদ্ধতিতে বুঝায়, যার মাধ্যমে সামাজিক প্রতিষ্ঠানাদি বা সমাজ সেবামূলক কার্যাবলীর সাথে সম্পৃক্ত রেখে সামাজিক নীতিকে সমাজ সেবায় রূপান্তর করা হয়।

সমাজকল্যাণ প্রশাসন সম্পর্কে সংজ্ঞা প্রদান করতে যেয়ে জন সি কিড়নে বলেন- " সমাজকল্যান প্রশাসন হচ্ছে সামাজিক নীতিকে সমাজ সেবায় পরিনত করার এবং সামাজিক নীতির সংশোধন ও ফলাফল মূল্যায়নের বিশেষ প্রক্রিয়া "।

সমাজবিজ্ঞানী ট্রেকার এর মতে "সমাজকল্যান প্রশাসন হল সামাজিক নীতির বাস্তবরূপ পরিগ্রহ করে এমন এক ধরনের সমাজসেবা কার্যক্রম সৃষ্টি করা, যেখানে নীতি বা পদ্ধতি সংশোধনের উদ্দেশ্যে অভিজ্ঞতার আনুমানিক ব্যবহার ও তার সংরক্ষণ অন্তভূক্ত।"

সুতরাং সমাজকল্যাণ প্রশাসন হচ্ছে সামাজিক নীতিকে সমাজ সেবায় পরিনত করার এক সুশৃঙ্খল প্রক্রিয়া সুষ্ঠু পরিকল্পনা ও কর্মসূচীর মাধ্যমে সমাজকল্যাণ প্রশাসন পরিচালিত হয়।

৫.২ **সমাজকল্যাণ প্রশাসনের উদ্দেশ্য/তাৎপর্য ঃ** সমাজকর্মের মৌলিক পদ্ধতিগুলো সুষ্ঠুভাবে প্রয়োগে সহায়তায় করাই সমাজকল্যাণ প্রশাসনের মূল উদ্দেশ্যে। সমাজ জীবন থেকে ব্যক্তিগত, দলীয় ও সমষ্টি সমস্যা মোকবেলার জন্য আরো কতিপয় সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য রয়েছে তা নিম্নে তুলে করা হলো।

১। **সামাজিক নীতিকে সমাজসেবায় রূপান্তরিত করা ঃ** সামাজিক নীতি আইন ও কর্মসূচী বাস্তবায়নেরবাহন হচ্ছে সামাজিক প্রশাসন, সামাজিকনীতিকে সমাজসেবায় রূপান্তরিত করাই হচ্ছে সমাজকল্যাণ প্রশাসন মুখ্য উদ্দেশ্যে।

২। **সুষ্ঠু পরিকল্পনা প্রণয়ণ ঃ** সামাজিক নীতির আলোকে সুষ্ঠু পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করাই সমাজকল্যাণ প্রশাসনের গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্যে ও লক্ষ্য।

৩। **জনকল্যাণ নিশ্চিত করাঃ** সামাজিক প্রতিষ্ঠান বা এজেন্সীর মূল লক্ষ্য হচ্ছে জনগণের সর্বোচ্চ কল্যাণ নিশ্চিত করা। সমাজকল্যাণ প্রশাসন জনগণের কল্যাণ নিশ্চিতকরার প্রয়াস চালায়।

৪। **কর্মচারীদের দক্ষতা বৃদ্ধি ঃ** এজেন্সীতে কর্মচারী নিয়োগ করলেই কর্মসূচী সফল হবে না। তাদের দক্ষতা অর্জনের জন্য প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ দান করে। কার্যক্রমকে গতিশীল করতে হবে।

৫। **সমন্বয় সাধন ঃ** সমন্বয় সাধন সমাজকল্যাণ প্রশাসনের অন্যতম গরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য। প্রতিষ্ঠানের সাথে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সংস্থার সেবামূলক কর্মসূচীর সাথে সমন্বয় সাধন প্রয়োজন হয়।

৬। **সামঞ্জস্যবিধান ঃ** পরিবর্তিত অবস্থার সাথে খাপ খাওয়ানোর কর্মসূচী গ্রহণ এবং জনগণের চাহিদা ও পরিবর্তন অনুযায়ী সেবা কর্মসূচী পরিচালনা করতে হয়। এ জন্য প্রশাসনে নমনীয়তা রেখে সামঞ্জস্য বিধান করা অন্যতম উদ্দেশ্য।

৭। **জনসংযোগ রক্ষা ঃ** সমাজকল্যাণ প্রশাসনের অন্যতম উদ্দেশ্য হচ্ছে সেবামূলক কর্মসূচীতে জনগনের অংশগ্রহণ। জনগণের যাতে প্রয়োজনীয় সাহায্য পেয়ে উন্নয়নের সুফলভোগ করতে পারে সেজন্য জনসংযোগরক্ষা করতে হয।

৮। **নেতৃত্বের বিকাশঃ** প্রতিষ্ঠানের সদস্যদের মাঝে দক্ষ নেতৃত্ব গড়ে তোলা সমাজকল্যাণ প্রশাসনের উদ্দেশ্যে। সদস্যদের সুপ্ত প্রতিভার বিকাশ ঘটিয়ে নেতৃত্বে দেয়ার জন্য প্রয়াস চালানো হয়।

৯। **গণতান্ত্রিক পরিবেশ সৃষ্টি ঃ** প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্যের সাথে সংগতি রেখে কর্মসূচী প্রণয়ন ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে সদস্যদের মতামত গ্রহণ তথা গণতান্ত্রিক পরবেশ সৃষ্টি সমাজকল্যাণ প্রশাসনের অন্যতম গরুত্বপূর্ণ দিক।

১০। **নীতি ও পদ্ধতির সংশোধন ঃ** প্রতিষ্ঠানে কাজ করতে যেয়ে সদস্যদের যে বাস্তব অভিজ্ঞতা অর্জিত হয তার আলোকে প্রয়োজনে সামাজিকনীতি ও সমাজসেবা পদ্ধতি পরিবর্তণ ও সংশোধন সমাজকল্যাণ প্রশাসনের অত্যন্ত গরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য।

সামাজিক প্রশাসনকে অর্থবহ করার জন্য উল্লেখিত লক্ষ্য সমূহ বাস্তবায়ন হচ্ছে সমাজকল্যাণ প্রশাসনের প্রকৃত উদ্দেশ্য।

পাঠোত্তর মূল্যায়ণ

১। সমাজকল্যাণ প্রশাসন বলতে কি বুঝেন?

২। সমাজকমল্যাণ প্রশাসনের উদ্দেশ্যে গুলো উল্লেখ করুন।

৩। এই পাঠে সমাজকল্যাণ প্রশাসনের কয়টি উদ্দেশ্য উল্লেখ করা হয়েছে।
(ক) ৮টি (খ) ৯টি (গ) ১০ টি (ঘ) ১১টি

পাঠ-৬ ঃ সমাজকর্ম গবেষণা

উদ্দেশ্য

এই পাঠটি পড়ে আপনি—

- ☞ গবেষণা কাকেবলে জানতে পারবেন।
- ☞ সমাজকর্ম গবেষণার সংজ্ঞা বলতে পারবেন।
- ☞ সমাজকর্ম গবেষণার প্রকৃতি বলতে পারবেন
- ☞ সমাজকর্ম গবেষনার পরিধি ও গুরুত্ব সম্পর্কে জানতে পারবেন।

ভূমিকা

অজানাকে জানা, অদেখাকে দেখার ইচ্ছে মানুষের চিরন্তন প্রবণতা, যা থেকে গবেষণার উদ্ভব। বর্তমান যুগ গবেষণার যুগ। কোন বিষয় সম্পর্কে সুশৃংঙ্খল ও বৈজ্ঞানিক সত্যানুসন্ধান প্রক্রিয়াই হচ্ছে গবেষণা আধুনিক সমাজকর্মের উন্নয়নে গবেষণা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

৬.১ গবেষনার ধারনা ও সংজ্ঞা ঃ সাধারণত অনুসন্ধান প্রক্রিয়াই হচ্ছে গবেষণা। যে প্রক্রিয়ায় পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা নিরীক্ষার মাধ্যমেতত্ব আবিস্কারের প্রয়াস চালানো হয়। আর্নেষ্ট গ্রীণ উড এর মতে,গবেষনা হচ্ছে জ্ঞানের সন্ধানে ব্যবহৃত উন্নতমানের কার্য প্রনালী। (Researche's definable the use of standarzed procedures in the search for knowledge)

নরম্যান এ পোলানস্কীতা এর মতে "গবেষণা হচ্ছে এমন এক সুশৃঙ্খল অনুসন্ধান যা প্রচলিত জ্ঞান ভান্ডারকে এমনভাবে সৃমুদ্ধাশালী করে যা প্রচারযোগ্য।

উপরোক্ত সংজ্ঞাগুলোর আলোকে বলা যায় সমাজজীবনের যাবতীয় উন্নয়ন সম্পর্কিত বিষয়ের তথ্যানুসন্ধান ও বিশ্লেষনের মাধ্যমে নতুন ধারনা সৃষ্টি এবং পুরাতন ধারনা ও তত্বের মুল্যায়ণই হচ্ছে গবেষণা।

৬.২ **সমাজকর্ম গবেষণা (Social work research) ঃ** সমাজকল্যাণের একটি সহায়ক পদ্ধতি হচ্ছে সমাজকর্ম গবেষণা। সাধারণত সমাজকর্মের সংঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিষয় বা প্রশ্ন সম্পর্কে সুশৃঙ্খল ও বিজ্ঞান সম্মত অনুসন্ধানই হচ্ছে সমাজকর্ম গবেষণা।

ওয়াল্টার এ. ফ্রীডল্যান্ডার বলেন "সমাজকর্ম গবেষণা হল সমাজকল্যাণের এমন বা সুশৃঙ্খল অনুসন্ধান পদ্ধতি যার লক্ষ্য হচ্ছে সমাজকর্মের বিভিন্ন প্রশ্ন বা সমস্যার সমাধানের উপায় খোঁজা এবং সমাজকর্মের জ্ঞান ও ধারনা সমূহের সাধারণীকরণ এবং সম্প্রসারণ করা।"

আর্নেষ্ট গ্রীনউড- এর মতে, সমাজকর্মের জ্ঞানও বিষয় সমূহের বিস্তৃতি ঘটানো এবং সাধারণীকরণের জন্য সামঞ্জস্যপূর্ণ তথ্যানুসন্ধানকে সমাজকর্ম গবেষণা বলা হয়।

৬.৩ **সমাজকর্ম গবেষণার প্রকৃতি ও ধাপ ঃ** সমাজকর্মের দর্শন ও মূল্যবোধের ভিত্তিতেই সীমিত সমাজকর্মের লক্ষ্য বাস্ত বায়িত হয়। ফলে মৌলিক গবেষনা জ্ঞানের প্রয়োগ সীমিত। অন্যান্য গবেষণার ন্যায় বৈজ্ঞানিক এবং সুশঙ্খল ও সুনির্দিষ্ট ধাপ অনুসরণ করানো সমাজকর্ম গবেষণায় সাধারণত নিম্নোক্ত ধাপ অনুসরণ করে।

ক) বিষয়বস্তু নির্বাচন;
খ) অনুমান গঠন;
গ) গবেষণা নক্শা তৈরী;
ঙ) বিশ্লেষণ;
চ) ব্যাখ্যা দান ও মূল্যায়ণ;

৬.৪ সমাজকর্ম গবেষণার পরিধি ও গুরুত্ব ঃ Scope and Iomportance of social research- আধুনিক সমাজকর্ম একটি বিজ্ঞান ভিত্তিক অনুশীলন প্রক্রিয়া সমাজ জীবনের বিভিন্ন সমস্যা সমূহের কার্যকরী সমাধানের জন্য বিভিন্ন কর্মসূচীর সাহায্য নেয়। নিম্নে সমাজকর্ম গবেষণার গুরুত্ব আলোচনা করা হলোঃ

১। **সামাজিক সমস্যা নির্ণয় ও বিশ্লেষণ ঃ** সমাজ জীবনে প্রতিনিয়ত নানাবিধ অবাঞ্ছিত সমস্যা রয়েছে যা গবেষণা ব্যতীত সামাজিক সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত করা যায় না, বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ ও গুরুত্ব বিশ্লেষণে সমাজকর্ম গবেষণার গুরুত্ব অপরিসীম।

২। **সমাজকর্ম পেশার জ্ঞান উদ্ভাবন ঃ** সামাজিক গবেষণা হচ্ছে সমাজ সম্পর্কিত বস্তুনিষ্ঠ ও যুক্তি সংগত জ্ঞানার্জনের বৈজ্ঞানিকউপায়। সমাজকর্ম বিভিন্ন বিজ্ঞান থেকে জ্ঞান আহরণ করে একটি নিজস্ব জ্ঞান ভান্ডার ও অনুশীলন তত্ব গড়ে তুলেছে।

৩। **সমাজকর্ম পদ্ধতির উন্নয়ণ ঃ** সমাজকর্মের অর্জিত জ্ঞান এর মৌলিক ও সাহায্য পদ্ধতির মাধ্যমে মানব কল্যাণে প্রয়োগ করা হয়। এ সব পদ্ধতি যাতে আরও কার্যকর ও ফলপ্রসু হয় সেজন্য সমাজকর্ম গবেষণার প্রয়োজন হয়।

৪। **সমাজকর্ম নীতি ও পরিকল্পনা প্রণয়ন ঃ** সমাজকর্ম গবেষণার মাধ্যমে সমাজের সার্বিক অবস্থা সম্পর্কে বাস্তব নির্ভরযোগ্য তথ্য সংগ্রহ করে সামাজিক নীতি ও পরিকল্পনা প্রণয়ন করা যায়।

৫। **সমাজ সম্পর্কে জ্ঞানার্জন ঃ** সমাজের বিভিন্ন ব্যক্তি, গোষ্ঠী, দল, সম্প্রদায়, কর্মরত বিভিন্ন সংস্থা ও এদের ভূমিকা কার্যক্রম প্রভৃতি সম্পর্কে জ্ঞানার্জনের জন্য সমাজকর্ম গবেষণার প্রয়োজন।

৬। **পেশার উন্নয়ণ ঃ** সমাজকর্ম পদ্ধতি সমূহের প্রয়োগ, অনুশীলন প্রক্রিয়া, পেশাগত সমাজকর্মের বর্তমান রূপ ইত্যাকার বিষয় সমূহ অবহিত হওয়ার জন্য সমাজকর্ম গবেষণার প্রয়োজন।

৭। **সামাজিক আইন প্রণয়ণ ঃ** সমাজকর্মীগণ সামাজিক গবেষণার মাধ্যমে সমাজজীবনের অবাঞ্ছিত, ক্ষতিকর দিকগুলো তুলে ধরে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়নের জন্য সুপারিশ করতে পারেন।

৮। **সম্পদ নির্ধারণ ঃ** সমাজে বস্তুগত ও অবস্তুগত প্রচুর সম্পদ রয়েছে যা সদ্ব্যব্যবহারের মাধ্যমে জনকল্যাণে ব্যবহার করা সম্ভব। সম্পদ সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের জন্য সামাজিক গবেষণার প্রয়োজন।

৯। **সমাজকল্যাণ কর্মসূচী প্রণয়নে সহায়ক ঃ** সামাজিক সমস্যার কারণ, প্রকৃতি নিরসনের জন্য বাস্তব সম্মত জ্ঞান প্রয়োগের জন্য সমাজকর্ম গবেষণার গুরুত্ব অপরিসীম।

১০। **সচেতনতা সৃষ্টি ঃ** বাংলাদেশের অধিকাংশ লোকই অশিক্ষিত, অজ্ঞ ও কুসংস্কারে আচ্ছন্ন। বিশেষত গ্রামীণ জনগোষ্ঠী আত্ম সচেতন নয় ফলে তারা ভাগ্য নির্ভর জীবন যাপন করে। সমাজকর্ম গবেষণার মাধ্যমে প্রাপ্ত বিভিন্ন তথ্য ও উপাত্তের মাধ্যমে যথাযথ কর্মসূচী প্রনয়ন করে সমাজের পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীকে সচেতন করে তোলা সম্ভব। সুতরাং বলা যায়, সমাজকল্যাণ কে সার্থক করে তোলারজন্য সমাজকর্ম গবেষণার গুরুত্ব অপরিসীম।

পাঠোত্তর মুল্যায়ণ

১। গবেষণার সংজ্ঞা দিন।

২। সমাজকর্ম গবেষণা বলতে কি বুঝেন?

৩। সমাজকজর্ম গবেষণার গুরুত্ব তুলে ধরুন।

৪। এই পাঠে গবেষণার কয়টি ধাপ উল্লেখ হয়েছে ?
(ক) ৬টি (খ) ৮টি (গ) ১০ টি (ঘ) ১২ টি।

পাঠ-৭ ঃ সামাজিক কার্যক্রম

উদ্দেশ্য

এই পাঠটি পড়ে আপনি—

- ☞ সামাজিক কার্যক্রমের ধারণা দিতে পারবেন।
- ☞ সামাজিক কার্যক্রমের উদ্দেশ্য বর্ণনা করতে পারবেন।
- ☞ সামাজিক কার্যক্রমের প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরতে পারবেন।

ভূমিকা

সামাজিক কার্যক্রম সমাজ কর্মের একটি সহায়ক পদ্ধতি হিসেবে সমাজ জীবনে প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে সামাজিক পরিবর্তন আনয়নে প্রয়াস চালায়।

সংজ্ঞা ও ধারনা ঃ ডব্লিউ. এ. ফ্রীড ল্যান্ডারের মতে "সামাজিক কার্যক্রম হচ্ছে এমন এক ধরনের দলীয় প্রচেষ্টা, যার দ্বারা সামাজিক আইন বা প্রশাসনকে প্রভাবিত করে ব্যাপক সামাজিক সমস্যার সমাধান ও সামাজিক অগ্রগতি সাধনের চেষ্টা করা হয়।"

এলিজাবেথ উইকেন্ডেন এর মতে, "সামাজিক নীতির পরিবর্তন কিংবা সামাজিক প্রতিষ্ঠানের সংশোধন বা বিলোপ সাধনের লক্ষ্যে পরিচালিত সংগঠিত সমাজকল্যাণ মূলক প্রচেষ্টা হল সামাজিক কার্যক্রম।"

সমাজজীবনে পরিকল্পিত পরিবর্তন আনয়নের লক্ষ্যে সামাজিক কার্যক্রম পরিচালিত হয়।

৭.২ সামাজিক কার্যক্রমের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ঃ সামাজিক কার্যক্রমের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ব্যাপক ও বিস্তৃত। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি উদ্দেশ্য তুলে ধরা হলোঃ

১। সামাজিক নীতি প্রণয়নের ক্ষেত্র প্রস্তুত করা।
২। সমাজকর্মের নতুন জ্ঞান, তত্ত্ব ও কৌশলউদ্ভাবন করা।
৩। সামাজিক জীবনের বিভিন্ন সমস্যাবলী চিহ্নিত করা।
৪। সমাজকর্মীদের পেশাগত নৈপূণ্য ও দক্ষতা বৃদ্ধিতে সহায়তা করা।
৫। সমাজের অবহেলিত ও অনগ্রসর শ্রেণীর স্বার্থ সংরক্ষণ।
৬। সমাজকর্মকে অধিকতর বিজ্ঞান ভিত্তিক করার মাধ্যমে পেশার উন্নয়ন সাধন।
৭। উন্নয়ন কর্মকান্ডে জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করে।
৮। প্রয়োজনীয় সামাজিক আইন ও নীতি প্রণয়নের সুযোগ সৃষ্টি।

৭.৩ **সামাজিক কার্যক্রম পদ্ধতির গুরুত্ব/প্রয়োজনীয়তা ঃ** সহায়ক পদ্ধতি হিসেবে সামাজিক কার্যক্রম পদ্ধতির গুরুত্ব অপরিসীম। বাংলাদেশের আর্থ- সামাজিক অবস্থার প্রেক্ষিতে যে সব সামাজিক সমস্যাকে কেন্দ্র করে সামাজিক কার্যক্রম গড়ে তোলা যায় সেগুলো নিম্নে তুলে ধরা হলো ঃ

১। **জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ ঃ** জনসংখ্যা স্ফীতি বাংলাদেশের এক নম্বর জাতীয় সমস্যা। অজ্ঞতা, কুসংস্কার ও ধর্মীয় গোঁড়ামীর কারণে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচী সফল হচ্ছে না। জনগণের মনোভাব পরিবর্তন ও আইনের সফল প্রয়োগের ক্ষেত্রে সামাজিক কার্যক্রম পদ্ধতি প্রয়োগ করা যেতে পারে।

২। **নীতি ও আইন প্রণয়ন ঃ** সমাজকর্মের সামাজিক কার্যক্রম পদ্ধতির মাধ্যমে গণযোগাযোগ গণসংযোগ ও জনমত গঠন করে সামাজিক নীতি ও আইন প্রণয়নের উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করা সম্ভব।

৩। **নারী নির্যাতন প্রতিরোধ ঃ** বাংলাদেশে সামাজিক আনাচার হিসেবে নারী নির্যাতন বেড়েই চলেছে। হত্যা, ধর্ষণ, অপহরণ, এসিড নিক্ষেপের বিরুদ্ধে সামাজিক কার্যক্রম পদ্ধতি প্রয়োগকরে দৃষ্টি ভঙ্গি ও মনোভাবের পরিবর্তন আনয়ন করা যায়।

৪। **কাঙ্খিত পরিবর্তন আনয়ন ঃ** সমাজ সদাপরিবর্তনশীল, কিন্তু সব পরিবর্তনই কাঙ্খিত না। ফলে পরিবর্তিত পরিস্থিতির সহিত মানুষ খাপ খাইয়ে চলতে পারে না। তাই বাঞ্ছিত পরিবর্তন আনয়নে সামাজিক কার্যক্রম পদ্ধতি প্রয়োগ করা যায়।

৫। **অবহেলিত শ্রেণীর স্বার্থ সংরক্ষণ ঃ** সমাজে নারী, শিশু, সংখ্যালঘু, নির্যাতিত ও বঞ্চিত শ্রেণীর স্বার্থ সংরক্ষেণে সামাজিক কার্যক্রম পদ্ধতির প্রয়োগ গুরুত্ব পূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।

৬। **জনমত সৃষ্টি ঃ** সমাজে প্রচলিত কু-প্রথা, কু-রীতি ও কুসংস্কার দূরীকরণের জন্য প্রয়োজন সুপরিকল্পিত জনমত গঠন। জনমত গঠন করে মাদকাসক্তি,নারী নির্যাতন, অপহরণ, ধর্ষণ, এসিড নিক্ষেপের বিরুদ্ধে জনগণকে সচেতন করা যেতে পারে।

৭। **ভিক্ষাবৃত্তি দূরীকরণ ঃ** বাংলাদেশের অন্যতম সামাজিক সমস্যা ও অনাচার হচ্ছে ভিক্ষাবৃত্তি। ভিক্ষবৃত্তি নিরোধকল্পে ১৯৪৩ সালের বঙ্গীয় ভবঘুরে আইন থাকলেও আইন সম্পর্কে জনগণ সচেতন নন, সক্ষম ভিক্ষুকদের ভিক্ষাদানে অনুৎসাহিত করা ও ভিক্ষুকদের পূনর্বাসনের জন্য সামাজিক কার্যক্রম পদ্ধতি প্রয়োগ করা যেতে পারে।

৮। **মাদকাসক্তি রোধ ঃ** বর্তমান তরুণ প্রজন্ম সর্বনাশা মাদকের দিকে ঝুঁকে সৃজনশীল প্রতিভা ধবংসের দিকে এগুচ্ছে, মাদকাসক্তির বিরুদ্ধে সামাজিক প্রতিরোধ গড়ে তোলার সুসংগঠিত উপায় হচ্ছে সামাজিক কার্যক্রম।

৯। **দূর্ণীতি রোধ ঃ** বাংলাদেশের সকল উন্নয়ণ কর্মকান্ডের প্রধান প্রতিবন্ধক হচ্ছে দূর্নীতি। বিভিন্ন কাজে ঘুষ, খাদ্যে ভেজাল মিশ্রণ, চোরাকারবার, অর্থ আত্নসাৎ প্রতিনিয়ত সমাজ জীবনকে কলুষিত করে তুলেছে। এ ক্ষেত্রে সুপরিকল্পিত ও সুসংগঠিত দলীয় প্রতিরোধ গড়ে তোলার বাস্তব সম্মত উপায় হচ্ছে সামাজিক কার্যক্রম।

সামাজিক কার্যক্রম সেমিনার, সিম্পোজিয়াম, অভিনয়, জীবন্তিকা, নাটক ইত্যাদির মাধ্যমে সমাজে অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টির সহায়ক।

পাঠোত্তর মূল্যায়ণ

১। সামাজিক কার্যক্রম বলতে কি বুঝেন?

২। সামাজিক কার্যক্রমের উদ্দেশ্য গুলো লিখুন।

৩। সামাজিক কার্যক্রমের প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করুন।

৪। সঠিক উত্তরের পাশে (✓) টিক চিহ্ন দিন

(১) সামাজিক কার্যক্রমের গ্রহণযোগ্য সংজ্ঞা প্রদান করেছেন কে?

(ক) ফ্রিডল্যান্ডার (খ) ম্যাকাইভার

(গ) এল. কে. ফ্রাঙ্ক (ঘ) গিলিন।

(২) এই পাঠের সামাজিক কার্যক্রমের কয়টি গুরুত্ব তুলে ধরা হয়েছে?

(ক) ৫টি (খ) ৭টি

(গ) ৯টি (ঘ) ১১টি।